FEB. 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঋণখেলাপী থেকে বইখেলাপী?

মুনতাসীর মামুন ঃ গত দু'সপ্তাহ ধরে আমার প্রতি প্রচুর বাক্যবাণ বর্ষিত হয়েছে। এমনকি সরকারের দালাল বলতেও অনেকে কসুর করেননি। কারণ পাঠ্যবই নিয়ে

সংবাদ ভাষ্য

আমি লিখিনি, ফেনীতে সাংবাদিক পেটানো নিয়ে লিখিনি। লেখাটা এখন যেন অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি বিষয়েই কি আমাদের বা আমাকে লিখতে হবে? পাঠ্যবই সঙ্ক তাহলে গোটা ছাত্র, শিক্ষকসমাজ ও অভিভাবকরা রাস্ত নামে না কেন? সাংবাদিক পেটানো হয় তাহলে স সাংবাদিক রাস্তায় নামেন না কেন? পত্রিকা বন্ধ করে দেন কেন? কিন্তু, তা হবে না। বন্দুকটা অন্যের ঘাড়ে রাখা হবে। আর আমার দল সরকারে থাকলে সে সাধু, সে সন্ত

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখু

ঋণখেলাপী থেকে

(প্রথম পাতার পর)

বাকি সব জন্তুজানোয়ারের শাবক। আমরা নীতিনির্ধারক বা প্রয়োগকারী নই। বরং এই দুই শ্রেণী দ্বারা 'চিহ্নিত' অনেক ক্ষেত্রে 'ঝামেলাকারী'। তবে পাঠকরা আমাদের ভালবাসেন, তাই তাঁরা যেটাকে সমস্যা বা সঙ্কট মনে করেন, সে বিষয়ে কিছু না লিখলে হয়ত উতলা হন। এ ভেবেই সান্ত্বনা লাভ করি।

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট নিয়ে কী লিখব? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট নেই। আর আমি বলব আছে? আপনারা আমাকে পাগল ভাবছেন! চট্টগ্রামে পরশু যুবলীগ নেতা কাজী ইকবাল বলেছেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে জিহ্বা কেটে ফেলা হবে (সংবাদ, ৩১-০১-০১)। মনে হতে পারে, হয়ত জাপা বা কোন বিএনপি লিডারের কথা। '৭২-৭৩ সালেও অনেক ছাত্রলীগ নেতার মুখে এ ধরনের আস্ফালন শুনেছি। আজকাল কেউ তাদের পোছেও না।

আমার জিহ্বা একটা। এর ওপর আমার রুটি রোজগার। কথা বলতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি যাবে। পত্রপত্রিকায় অনেক ভিসির নানারকম যোগ্যতা নিয়ে লেখা হচ্ছে। যোগ্যতা থাকুক না থাকুক, তাঁরা যে কারও চাকরি খেতে পারেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিনুল ইসলাম তাঁর টার্ম শেষ হওয়ার আগে ইনস্টিটিউট অব হিউম্যানিটিজ এ্যান্ড সোশাল সায়েন্স থেকে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে তাঁর অবৈতনিক পদ হতে অপসারণ করেছিলেন। ইনস্টিটিউটের বোর্ড, সিন্ডিকেট কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে। কারণ বোধহয় একটি, সৈয়দ মনজুরের একাডেমিক রেকর্ড, যোগ্যতা ও উপাচার্য থেকে তাঁর খ্যাতি বেশি। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক নিয়ে লিখলে শিক্ষামন্ত্রী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না কে বলল? শিক্ষামন্ত্রী ক্রুদ্ধ হলে মন্ত্রণালয় ক্রুদ্ধ হবে। মন্ত্রণালয় ক্রুদ্ধ হলে উপাচার্য ক্রুদ্ধ হবেন। উপাচার্য ক্রুদ্ধ হলে সিন্ডিকেট ক্রুদ্ধ হবে। সিন্ডিকেট ক্রুদ্ধ হলে 'দল' ক্রুদ্ধ হবে। আপনারা অনেকে চাকরি করেন না তাই 'চুইয়ে পড়া তত্ত্ব' সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন না। জিহ্বা গেলে, চাকরি গেলে আমার পরিবারপরিজনকে আপনারা খাওয়াবেন? আর যাঁরা আমাকে ফেনী দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলি সরকার বলেছে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার কোন সংসদ সদস্য, কোন চেয়ারম্যান সন্ত্রাসী নয়। যাঁরা উল্টো বলেছে, তাঁদের অনেককে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে অথবা কোথায় যেন তাঁরা চলে গেছেন। আমি কোথাও চলে গেলে, আপনারা আমার পরিবার দেখবেন? খুব বেশি হলে একটি শোকসভা হবে বাংলা একাডেমীতে।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট নেই। সুতরাং নেই। পত্রিকায় দেখেছি, কেন এই 'সঙ্কট' হলো তার কারণ জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় চিঠি দিয়েছে কয়েকবার। মন্ত্রণালয় সে চিঠির পাত্তা দেয়নি। এ সংবাদ মিথ্যা। পত্রিকাগুলো প্রতিদিন 'সঙ্কট'-এর কথা লিখছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নয়! এরা বিএনপিপন্থী! একুশে টিভি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদন দেখিয়েছে। আমরা ভুল দেখেছি! যে প্রতিবেদন দেখিয়েছে তা অন্যদেশের! কারণ বিএনপির প্রধান বেগম জিয়া বলেছেন অনেক আগেই যে, দেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। যে প্রতিবেদন দেখেছেন সেগুলো ভারতের। সাংস্কৃতিক জোট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি, কলেজের শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি দেয়। এ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ। অর্থাৎ শিক্ষা তাদের বিষয় নয়।

তাহলে ব্যাপরটা দাঁড়াচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কটের বিষয়টি (যদি থাকে) কয়েক কোটি ছাত্র ও শিক্ষক ও অভিভাবকের ভাবনার বিষয়। আমরা এটি সঙ্কট হিসাবে তখনই বুঝব যখন ছাত্ররা রাস্তায় নামবে, ভাংচুর করবে বা অভিভাবকরা এ কারণে ভোট দেবে কি দেবে না তা নিয়ে ভাবিত হবে, তখন।

বর্তমান সরকারের আমলে বা এ বছরই যে পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট হলো তা নয়। আমরা তো বর্তমান নিয়েই লাফালাফি করি। অতীত বা ভবিষ্যত নিয়ে নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তা কমেনি, বাড়ছে। শিক্ষা নীতি হয়েছে, ভাল কথা কিন্তু তা তো আর প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কিন্তু যা ছিল তাও বা থাকছে কই? নকল কমেছে? না। কলেজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। কলেজ শিক্ষকরা এখন শিক্ষকের চেয়ে বড় সরকারী চাকুরে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যত্রতত্র অনার্স চালু করে অনার্সের বারোটা বাজিয়েছে। আর পাঠ্য বই? এ অবস্থা সব সময়ই হচ্ছে।

এবার বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠান বই ছাপাবার অনুমতি পেয়েছিল। এবং যথানিয়মে ঋণখেলাপীর মতো তারা বইখেলাপী হয়েছে। সবাই ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছে যে, সব বিষয়ে বেক্সিমকো যেভাবে খটমট করে এবং কাউকে তোয়াক্কা না করার যে ঐতিহ্য তার আছে, এটিও সে বিষয়। কিন্তু গত বছর পর্যন্ত কি পুস্তক সমিতিও একই প্রক্রিয়ায় বই পেয়ে বইখেলাপী হয়নি? নিম্নমানের কাগজ কি এবারই দেয়া হচ্ছে? সমিতির ছাপা বইগুলো দেখুন। আমরা অনেকবার বলেছি পাঠ্যপুস্তক যত্ন করে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হওয়া উচিত। না হলে শিশু-কিশোররা কেন পাঠ্য বইয়ে আকর্ষিত হবে? একুশে টিভিতে দেখি, এক বাচ্চা মেয়ে বলছে, লাল-নীল কাগজে ছাপা বই পড়তে চাই না। আমার মনটা সত্যিই বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেল। হয়ত শিক্ষক দেখেন। এসব আবেদন, বেদনা, ক্ষোভ কখনও মন্ত্রণালয়ের পাষাণ হৃদয় কর্মকর্তাদের মনে দাগ কাটেনি।

এবারের বিরোধটা বেধেছিল কোথায়? বই ছাপা হয় টেন্ডারে। পুস্তক সমিতি বোধহয় দর দিয়েছিল ৯৫ বা ৯৮ টাকা। বেক্সিমকো ৩৮ টাকা। সুতরাং কাজের অর্ডার বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানগুলোই পায়। সমিতি হাইকোর্টে মামলা করে। তাদের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। সুতরাং বোর্ডের কোন উপায় থাকে না। সবাই জানত, বেক্সিমকো ব্যর্থ হবে এবং তাই হয়েছে। কৌতুককর বিষয় হলো, পত্রিকায় দেখেছিলাম, সমিতি থেকে বলা হয়েছিল বেক্সিমকোর দরে তারা বই ছাপিয়ে দেবে যদি এখন তাদের কার্যাদেশ দেয়া হয়। এর অর্থ প্রতিবছর সমিতি কয়েক কোটি টাকা বেশি নিয়েছে। সমিতি আর বেক্সিমকোর বিরোধ পাঠ্যপুস্তক ছাপার মনোপলি কার থাকবে তা নিয়ে,